Tell It Out

The Monthly Newsletter of the Diocese of Barrackpore, CNI

Volume 34 | For private circulation only | Estd. 1951 | August 2023

বিশপের পত্র ।। ডায়োসিসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের গর্ব ও দায়িত্ব ।।

সকলকে নমস্কার জয় যীশু

বারাকপুর ডায়োসিসের প্রিয় সভ্য - সভ্যাগণ বাইবেলের নূতন নিয়ম পুস্তকের গালাতীয় ৬ অধ্যায় ৬ পদে লেখক বলেছেন - **"কিন্তু যে ব্যাক্তি ঈশ্বরের বাক্য বিষয়ে শিক্ষা পায়, সে শিক্ষককে সমস্ত উত্তম বিষয়ে সহভাগী করুক"।**

বারাকপুর ডায়োসিসের প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদের গর্ব ও আমাদের অহংকার। আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি শতাধিক বছরের পুরাতন। আমাদের পূর্বতন পরম শ্রদ্ধেয় মিশনারীগণ অনেক আত্মত্যাগ ও কষ্ট সহ্য করে গ্রাম গ্রামান্তরে তারা বাংলার তথা ভারতের অন্ধকার সমাজ জীবনে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে আমাদের জনজীবনকে আধুনিক সভ্যতার স্বাদ দিয়ে গেছেন। আমরা আজ যারা ডায়োসিসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিভিন্নভাবে যুক্ত তাদের প্রতি আমার এই পত্রের মাধ্যমে আবেদন করছি যে বিশেষত প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এম. সি. গুলিতে যারা সদস্য ও সম্পাদক রূপে দায়িত্ব পেয়েছেন তাদের কাছে বিনীত অনুরোধ প্রতি মাসে অন্তত দুইবার স্কুল ভিজিট করুন এবং আপনার দায়িত্ব সার্বিকভাবে পালন করুন।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যারা প্রধান আছেন তারা বেশিরভাগ নিজেদের সরকারী কর্মচারী ভাবেন কিন্তু এটা ভাবেন না তাকে একদিন চাকরী দেওয়া হয়েছিল তাঁর আবেদনের ভিত্তিতে 'খৃষ্টান কোটাতে'। এটা অত্যন্ত দুঃখজনক নয় কি! বেশিরভাগ গীর্জার উপাসনাতে আসতে সময় পান না এমন কি তাদের পরিবারের সদস্য সদস্যাগনও সময় পান না। তাহলে উপাসনাতে কারা যাবেন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একশ্রেণীর প্রধান - প্রধানাদের অখৃষ্টীয় আচার ব্যবহারে অখৃষ্টান শিক্ষক - শিক্ষিকা এবং কর্মচারী তারা আবাক হয়ে যান ও অত্যন্ত দুঃখ পান। আমাদের আচার ব্যবহারের ত্রুটীতে প্রভু যীশু খৃষ্ট ও আমাদের খৃষ্টান সমাজকে প্রত্যেকদিন ছোটো করছি। প্রতিষ্ঠানের প্রধান - প্রধানেরা নিজেদের মিশনারী ভাবেন না। তাঁরা ভুলে গেছেন মিশনারী প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব-কর্তব্য।

অথচ নিজেদের ছেলে মেয়েদের চাকরী পাইয়ে দেবার জন্য বিশপ মশাইকে অনুরোধ করতেই থাকেন। আমরা অনেকেই খৃষ্টান কোটাতে ছেলে ও মেয়েদের চাকরী চাই। এই ক্ষেত্রে তাদের অনেকের রেজাল্ট ভালো না থাকা সত্ত্বেও তাদের নেওয়া হয়। এইসব চাকরী প্রার্থীদের নিয়োগ করার পর জানা যায় অনেক মেয়েরা আগে থেকেই অন্য ধর্ম বিশ্বাসী ছেলেকে গোপনে বিয়ে করেছেন অর্থাৎ পূর্ব বিবাহিত বিষয়টি তাদের অভিভাবকগণ গোপন রাখেন আমাদের কাছে। । আমাদের অনেক ছেলেরা চাকরী পাবার পরে অন্য বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের মেয়েদের বিয়ে করে। এইসব চাকরী পাওয়া ছেলে মেয়েদের পারিবারিক জীবন ভিজিট করার পর দেখা গেছে যে তারা দুটি বিশ্বাস-ধর্ম পালন করছে এবং তাদের এই জীবন যাপনের বিষয়ে গর্বের সাথে আমাদের বলে থাকে। আমার বক্তব্য এইসব কর্মীদের জন্য বিশপকে অনেক কথা শুনতে হয়। বিশপ কি সত্যি দায়ী এই বিষয়ে। অনেক পুরোহিতদের মেয়ে ও ছেলেদের ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম নয় এই ঘটনা। আমরা যারা শিক্ষা গুরু আমাদের পরিবার যদি খৃষ্টীয় শিক্ষার আদর্শ দেখাতে না পারি তাহলে ডায়োসিসের জীবনে নৈতিক শিক্ষার মান বাড়ানো কি করে সম্ভব।

আমাদের অনেক শিক্ষক - শিক্ষিকাগণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম নীতি মানতে চান না পাশাপাশি অন্য বিশ্বাসীদের সঙ্গে নিয়ে দল উপদলীয় গ্রুপিং-লবিং করে অশান্তি অনৈক্য গন্ডগোল বাধিয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মান - সন্মান নষ্ট করে দেন। এটা কি আমরা আশা করেছিলাম। এই ক্ষেত্রেও বিশপকে কথা শুনতে হয় যে তিনি কিছু দেখেন না। অনেক স্কুলের প্রধান ও প্রধানাগণ নানারকম ছল চাতুরী করে আগে থেকেই অন্য বিশ্বাসী ছেলে মেয়েদের অস্থায়ী কর্মী হিসাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢুকিয়ে দিয়ে যান। পরবর্তীতে কর্মী নিয়োগের সময় নানারকম সমস্যা তৈরী হয় আর বিশপকে কৈফিয়ত দিতে হয়।

অনেক ক্ষেত্রে প্রমানিত যে আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরী করেন অথচ তাদের ছেলে মেয়েরা অন্য স্কুলে পড়ে। কারণ হিসাবে বলে থাকে যে তার স্কুলে পড়াশোনা হয় না তাই অন্য স্কুলে দিয়েছি। আমার প্রশ্ন যে তাহলে আপনি যে স্কুলে কাজ করেন সেখানে পড়াশোনা হয় না অর্থাৎ শিক্ষকরা ফাঁকি দেয় তার মানে আপনার দায়িত্ব আপনি সঠিক ভাবে পালন করেন না। অথচ অন্য স্কুলে সন্তানদের দেবার পরেও যখন রেজাল্ট ভালো হয় না তখন মিশনারী কলেজে ভর্তি করতে সমস্যা হলে অগত্যা বিশপের চিঠি নিতে হয়। ভেবে দেখুন আপনি যখন নিযুক্ত হয়েছিলেন সেই সময়ের বেকার জীবনের কথা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বহু গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি এর কর্মচারীরা তারা জানেন তাদের কি কাজ। তাদের অভাব ও দারিদ্রতার কথা ভেবে তাদের চাকরী দেবার পর তারা তাদের নির্ধারিত কাজ অনেক সময় করতে চান না ও লজ্জিত হন এবং সম্মানের কথা চিন্তা করতে থাকেন। এই নিয়ে তর্ক বিতর্ক চলতে থাকে। অবশেষে প্রতিষ্ঠানের প্রধান ও ঐসব কর্মচারীগণ বিচার চান বিশপের কাছে। বিশপ কি সত্যি বিচার করতে পারে? না, উভয়কে পরামর্শ দিতে পারে।

আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আমাদের মণিষীদের ফোটো অবশ্যই স্কুল অফিসে অথবা টিচার্সরুমে লাগাবেন। যেমন- রেভারেন্ড ড. উইলিয়ম কেরী, মার্শম্যান, ওয়ার্ড, বিশপ ব্রায়ান, হান্না মুলেন্স, হানা মার্শম্যান, মাদার টেরেজা, রেভারেন্ড আলেকজান্ডার ডাফ, রেভারেন্ড কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়। রেভারেন্ড ড. উইলিয়ম কেরীর জন্ম এবং মৃত্যুদিন অবশ্যই পালন করুন আপনার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। এছাড়াও প্রত্যেক প্রাক্তন বিশপ সহ বর্তমান বিশপের ফটো লাগালে মিশনারী স্কুলের ভাবমূর্তিটা ভালোভাবে প্রকাশ পায়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যেকটি মুল্যবান কাগজপত্র রেকর্ড, রেজিস্টার যত্নে রাখুন। অফিসঘর সহ অন্যান্য ক্লাসরুম পরিস্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন। মার্জিত পোষাক পরুন ও ছাত্রছাত্রীদের সাথে মিশনারী মানসিকতায় সম্পর্ক গড়ে তুলুন।

আমি যখন বিভিন্ন স্কুল ভিজিটে যাই তখন একটি দৃশ্য দেখে খুব খারাপ লাগে কারণ অনেক স্কুলে ঝোপ জঙ্গল, বিল্ডিং এর কোন অংশ ভেঙে পড়ছে, রিপেয়ার করার উদ্যোগের অভাব, এছাড়াও বহু বিল্ডিং এর রঙ করা নেই। আপনাদের কাছে অনুরোধ যে আপনাদের স্বাবলম্বী ও স্বউদ্যোগ নিতে হবে। কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে হবে নিজেদের মধ্যে থেকেই।

সর্বশেষে সকল শিক্ষক - শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীদের শুভেচ্ছা ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আপনাদের মঙ্গল হোক
আপনাদের সেবক

বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী
বারাকপুর ডায়োসিস
চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়।। ৬৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস বারাকপুর ডায়োসিসের

মাননীয় ডায়োসিসের সভ্য-সভ্যাগণ,

প্রভু যীশু খৃষ্টের নামে আপনাদের সকলকে নমস্কার সম্মান ও প্রনাম জানাই।

গত ২৬ শে আগস্ট আমাদের ডায়োসিসের ৬৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছি সেন্ট বারথলোমেয় ক্যাথিড্রালে। বিগত একটি বছর আমরা পেরিয়ে এসেছি। বিগত একটি বছর আমরা ডায়োসিসের উন্নয়নে বিভিন্ন ধরনের কাজ পিতা ঈশ্বরের আর্শীবাদে সফলতার সাথে করতে পেরেছি। বিভিন্ন পাস্টোরেটের অন্তর্গত নতুন চার্চ তৈরী হয়েছে এবং মেরামত হয়েছে। অনেকগুলি নতুন পুরোহিত ভবন যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি মেরামতও হয়েছে। মহিলা সমিতির মায়েরা নানারকম উন্নয়নশীল কর্মসূচী পালনে সফল হয়েছে। মহিলা নেতৃদের ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাই। যুবসমিতি তারাও ভালো কর্মসূচী পালন করেছে তাই তাদেরকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানাই। ডায়োসিসান সান্ডে স্কুল কমিটি খুব ভালো প্রোগ্রাম করেছে তারাও প্রশংসিত। ডায়োসিসের স্টুয়ার্ডশিপ কমিটি খুব ভালো প্রোগ্রাম করছে অন্যান্য পুরোহিতদের নিয়ে শুভেচ্ছা ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমাদের ডায়োসিসের সম্পদ আমাদের মাননীয় পুরোহিত বৃন্দ আমরা তাদের সুপরিচর্য্যার জন্য প্রনাম ও সম্মান জানাচ্ছি। সকল পাস্টোরেট কমিটিকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাদের সুকর্ম ও নিস্বার্থভাবে পাস্টোরেটের উন্নয়নে সেবা দেবার জন্য। ডায়োসিসের স্কুলগুলির পড়াশোনাতে আমাদের আরো নিয়মানুবর্তিতা ও জোর দিতে হবে। বিশেষত সরকারী স্কুলের শিক্ষকদের মান্ডলীক কাজে ও ডায়োসিসের উন্নতিতে নিঃস্বার্থ ভাবে মিশনারী মানসিকতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে তেমনি ডায়োসিসের সকল কর্মীবৃন্দকে পুনরায় অনুরোধ করছি আপনারা নিয়মিত গীর্জার উপাসনাতে যোগ দিন।

কৃতজ্ঞতা জানাই আপনাদের সুপরামর্শ সুসহযোগীতার জন্য।

খৃষ্টীয় শুভেচ্ছান্তে

সুকল্যাণ হালদার

সম্পাদক, বারাকপুর ডায়োসিসান কাউন্সিল

বারাসাত বেরিয়াল বোর্ডের মিটিং

ডায়োসিসের অর্ন্তগত অনেকগুলি বেরিয়াল নিয়ে দীর্ঘ জটীল সমস্যা আছে। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই ধীরে ধীরে জটীল সমস্যাগুলির সমাধান করেছেন। এইরকম একটি বিষয় ছিল বারাসাত বেরিয়াল বোর্ড। বিগত ৭-৮ বছর মিটিং হয়নি এবং দেখা দিয়েছিল বিভিন্ন সমস্যা। মাননীয় বিশপের উদ্যোগে গত ১ তারিখে বেরিয়াল বোর্ডের মিটিং হয় যেহেতু তিনি পেট্রোন তাই তিনি দায়িত্ব সহকারে বিভিন্ন কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ঐ মিটিং এ। যেমন বেরিয়াল বোর্ডের নীতি নির্ধারণ, নতুন কমিটি গঠন, যাতে যাবতীয় কাজ ও হিসাব ঠিকঠাক রাখা যায়, বেরিয়াল বোর্ডের সদস্যগণ নিয়মিতভাবে তিনমাস অন্তর এসেসমেন্ট দেবেন এবং মিটিং করবেন। মাননীয় বিশপ সকল সদস্যাগণকে উৎসাহিত করেন যেন নিয়মিত পরিচর্য্যা হয় সেই বিষয়ে। তিনি বলেন বেরিয়ালের গেটে যেন - 'বারাসাত CNI বেরিয়াল গ্রাউন্ড' লেখা হয়।

শাসনে চার্চের জমি রেজিস্ট্রি

মাননীয় বিশপ চাইছেন গ্রামীন ও দূরবর্তী ছোটো মন্ডলীর সম্পত্তি সুরক্ষিত করতে এবং গীর্জাঘরগুলির সুন্দরভাবে সংস্কার করতে। গত ২ তারিখে বারাকপুর পাস্টোরেটের অন্তর্গত শাসন মন্ডলীর গীর্জাঘরের সংলগ্ন সম্পত্তির একটি দীর্ঘ দিনের সমস্যা ছিল যেটি মাননীয় বিশপের উদ্যোগে সমস্যাটি মিটে গেছে। ঐ মন্ডলীর মাননীয় শ্রী অশোক দাস ও তার পরিবার প্রায় তিন বিঘা জমি দান করেন এবং মাননীয় বিশপ ডায়োসিসের পক্ষে রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে সই সাবুদ করেন।

DBSS মিটিং এ যোগ দেন বিশপ

গত ৩ তারিখে মাননীয় বিশপ ডায়োসিসান বোর্ড অফ সোশ্যাল সার্ভিশেসের মিটিং উপলক্ষে যোগ দেন বাকেশ্বরে। মাননীয় বিশপ উপস্থিত কর্মী ও দায়িত্ব প্রাপ্তদের বর্তমান কর্ম পদ্ধতি ও কর্মসূচীর বিস্তারিত বিষয়ে মন দিয়ে শোনেন এবং স্থানীয় সমাজ উন্নয়ণে কিভাবে দ্রুততা আনা সম্ভব সেই বিষয়ে মূল্যবান পরামর্শ দেন।

শোলুয়া পাস্টোরেট ভিজিট করেন মাননীয় বিশপ

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের ভারপ্রাপ্ত বিশপ রূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই ডায়োসিসের জীবনে তিনি উন্নয়নের সূচনা করে দিয়েছেন। গত ৫ তারিখে শোলুয়া পাস্টোরেটের অন্তর্গত শোলুয়া মন্ডলীর গীর্জাঘরটির ছাদ সহ সামগ্রিক অবস্থা পর্যবেক্ষণ করেন ও স্থানীয় পুরোহিত ও মান্ডলীক নেতৃবৃন্দের সাথে অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনায় তিনি বলিউড়া মন্ডলীর গীর্জাঘরের ছাদ তৈরী যাতে অতি দ্রুত সম্ভব হয় সেই বিষয়ে তিনি পর্যবেক্ষন করেন। বেতবেড়িয়া মন্ডলীর গীর্জাঘর এর সংস্কার হবে কিনা এই বিষয়ে মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের সাথে আলোচনায় মিলিত হন। ঐদিন বেতবেড়িয়া, মালিয়াপোতা, শোলুয়া ও বলিউড়া সহ চারটি মন্ডলী পরিদর্শন করেন।

লে লীডার্স ট্রেনিং প্রোগ্রাম চাপড়া পাস্টোরেটে

ডায়োসিসের অভ্যন্তরে প্রতিষ্ঠা পাস্টোরেটে লে লীডার্সদের কর্মকুশলতার মান ও সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য মাননীয় বিশপ বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন ও আহ্বান রেখেছেন পাস্টোরেট নেতৃত্বের প্রতি। বিশপ মশাইয়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গত ৬ তারিখে এক দিনের লে লীডার্সদের ট্রেনিং প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হলো চাপড়া পাস্টোরেটে। ঐদিন সকালে প্রভুর ভোজের উপাসনায় মূল্যবান উপদেশ দেন ও পবিত্র প্রভুর ভোজ সম্পাদনা করেন মাননীয় বিশপ।

সকাল ১০ টার সময় ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রেভারেন্ড সুভাষ পাত্র প্রার্থনা করেন। মাননীয় বিশপকে মাল্যদান করে বরণ করে নেন সেক্রেটারী জয় বিশ্বাস ও পিআইসি রেভারেন্ড সুভাষ পাত্র। অন্যান্য অতিথি বক্তাদের পুষ্প স্তবক দিয়ে সম্মানিত করা হয়। মাননীয় বিশপ তাঁর মূল্যবান উপদেশে বলেন- উপাসনা ও আরাধনা বিষয়ে এবং পুলপিট ও

লেকটন, অলটার কারা কিভাবে এবং ব্যবহার করতে হবে। তেমনি লেলীডার্সদের মন্ডলী পরিচালনায় গুরুত্ব কতখানি সেই বিষয়ে সহজ সরল ভাবে ব্যাখা করেন। এছাড়া পাস্টোরেট কমিটির পদাধিকারী ও পুরোহিতদের অভ্যন্তরীন সম্পর্কের গুরুত্ব চরিত্র প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বলেন ১ম তীমথীয় ৬ঃ৮ পদ থেকে ও এই সুন্দর উদাহরণ ও ব্যাখা করেন। দুপুরের আহারের পরে ট্রেনিং প্রোগ্রাম শেষ হয়। ৭৬ জন শিক্ষার্থী লে লীডার্স প্রোগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

বারাকপুর ডায়োসিসের অধীনে প্রতিটা পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল

মাননীয় বিশপের আহ্বানে ও দমদম পাস্টোরেটের সুপরিচালনায় মনিপুরের জন্য প্রার্থনা করুন এই কর্মসূচীর সফল রূপায়ন ঘটল গত ৮ তারিখে দমদম সেন্ট্রাল জেল মোড়ে এক দীর্ঘ শান্তি মিছিলের মাধ্যমে জমায়েত হয় চার্চের সভ্য-সভ্যারা। সেখানে মাননীয় বিশপ অত্যন্ত তাৎপর্যময় দেশাত্মবোধক বক্তব্য রাখেন, ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ গড়ার লক্ষ্যে, সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধের দাবীতে এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে বিশেষ আহ্বান জানান। তেমনি দেশের কেন্দ্রীয় সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আবেদন রাখেন যেন মণিপুরে দ্রুত শান্তি ফিরিয়ে আনতে তিনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। দমদম পৌরসভা পর্যন্ত পদযাত্রা হয়। এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন ডায়োসিসের সম্পাদক শ্রী সুকল্যাণ হালদার, বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী, ক্যাথলিক ফাদার সিস্টারগণ, স্থানীয় পৌরপিতা-পৌরমাতা। পদযাত্রার শেষে দমদম পৌরসভার চেয়ারম্যানের মাননীয় রাজ্যপাল ও মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে বিশেষ স্মারক লিপি তুলে দেওয়া হয়।

এছাড়াও বারাকপুর ডায়োসিসের প্রত্যেকটি পাস্টোরেটে মণিপুরের জন্য শান্তি মিছিল হয়েছে। যেমন- গত ৮ তারিখে মেটিয়াব্রুজ পাস্টোরেটে বিকাল ৪ টের সময় শান্তি মিছিল হয়েছিল এই মিছিলে সকল সম্প্রদায়ের মানুষ ও স্থানীয় MLA অশোক দে, পৌরসভার চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত পৌরমাতা স্নিগ্ধা মাইতি যোগ দেন। ৩০ শে জুলাই রানাঘাট পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল হয়। এই শান্তি মিছিলের পক্ষে রানাঘাট SDO কে স্মারক লিপি দেওয়া হয়। গত ৫ তারিখে বহরমপুরে শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। গত ৫ তারিখে কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল অনুষ্ঠিত হয় এবং ডায়োসিসের সেক্রেটারী শ্রী সুকল্যাণ হালদার যোগ দেন। গত ৮ ই আগস্ট চাপড়া পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল করেছিল এবং চাপড়া জয়েন্ট BDO কে স্মারক লিপি জমা দেয়।

গত ৮ তারিখে গোসাবা পাস্টোরেট শান্তি মিছিল করেছিল। ঐ একই দিনে বাসন্তী পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল করেছিল ক্যাথলিক মন্ডলীর সাথে যৌথভাবে। গত ১৩ তারিখ কৃষ্ণনগর পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল হয়েছিল। গত ৮ তারিখে কুমড়োখালি পাস্টোরেটের প্রতিটি মন্ডলীতে মিছিলের পরিবর্তে প্রার্থনা সভা হয়েছে। গত ৮ তারিখে ঝাঝরা, রাঘবপুর, জিয়াদারগোট, গাংরাই পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল যৌথভাবে করেছিল। গত ৮ তারিখে কেওড়াপুকুর পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল করেছিল। গত ৮ তারিখে মগরাহাট শান্তি মিছিল করেছিল এবং BDO এর হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন। গত ১৯ তারিখে বারুইপুরে শান্তি মিছিল হয়েছিল। এই শান্তি মিছিলে যোগ দিয়েছিলেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী, শ্রী মঞ্জুর হালদার (ডি টি), শ্রী সুকল্যাণ হালদার (ডি এস)। গত ২৪ তারিখে শোলুয়া পাস্টোরেটে যৌথভাবে ক্যাথলিক মন্ডলীর সাথে শান্তি মিছিল করে তেহট্ট SDO কে স্মারকলিপি জমা দেয়। গত ৮ ই আগস্ট বারাকপুর পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল হয়েছিল। গত ৮ তারিখে খাড়ি পাস্টোরেটে শান্তি মিছিল আয়োজিত হয়েছিল।

SSS ডানকুনির এম সি মিটিং

মাননীয় বিশপের নিয়মিত তত্ত্বাধানের মধ্য দিয়ে ডায়োসিসের অভ্যন্তরে প্রতিটা স্কুলের বিভিন্ন সমস্যাগুলি তিনি সশরীরে উপস্থিত থেকে দেখাশোনা করেছেন। গত ৯ তারিখে SSS ডানকুনির এম. সি. মিটিঙে মাননীয় বিশপ উপস্থিত থেকে স্কুলের বর্তমান পরিস্থিতি ও প্রশাসনিক এবং পঠন-পাঠন বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন ও মূল্যবান মতামত এবং পরামর্শ দেন।

বজবজের স্কুলগুলো ভিজিট করলেন বিশপ

বারাকপুর ডায়োসিসের অভ্যন্তরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির উন্নয়নে মাননীয় বিশপ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ নিয়েছেন। তিনি নিয়মিত ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ভিজিট করে থাকেন। গত ১১ তারিখে বজবজের অধীনস্ত সকল স্কুলগুলি মাননীয় বিশপ ভিজিট করেন ও সুবিধা-অসুবিধার দিকগুলি শুনে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেন।

প্রভুতে নিদ্রিত রেভারেন্ড মণি দাস

গত ১১ ই আগস্ট প্রভুতে নিদ্রিত হলেন রেভারেন্ড মণি দাস। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৯৪ বছর। প্রথম জীবনে তিনি বারাকপুর ওয়েসলীয়ান হিন্দি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। পরবর্তীতে বিশপ গরাইয়ের আহ্বানে পুরোহিত হন। পৌরহিত্য জীবনে তিনি বারাকপুর, কৃষ্ণনগর, কাঁচড়াপাড়া, বহরমপুর পাস্টোরেটে ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত ছিলেন। ১৯৭১-১৯৯৪ প্রায় ২৩ বছর পৌরহিত্য করেছেন। ১২ ই আগস্ট নীলগঞ্জ কবরস্থানে সমাধিস্ত করা হয়। মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও অন্যান্য পুরোহিত বৃন্দ এবং ডায়োসিসের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান

১৫ ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস মহাসমারোহে উদযাপিত হল কাঁচড়াপাড়া পাস্টোরেটে।

সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় চার্চ প্রাঙ্গনে। বেলা সাড়ে দশটার সময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। উপস্থিত ছিলেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ও ডি এস সুকল্যাণ হালদার। দুইজনে সম্মানিত হন ও দেশাত্মবোধক উপদেশ দেন। কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা ও ১০০ জন দরিদ্র মানুষদের হাতে বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়। এছাড়াও মহিলা সমিতি, যুব সমিতি সুন্দর অনুষ্ঠান করে।

স্বাধীনতা দিবস উদযাপন দমদম পাস্টোরেটে

গত ১৫ ই আগস্ট ২০২৩ দমদম পাস্টোরেটে ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। বারাকপুর ডায়োসিসের ৬ষ্ঠ বিশপ রাইট রেভারেন্ড সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়, ওয়েসলি চার্চ সেন্ট স্টিফেন্স প্রাইমারী স্কুল, ওয়েসলি ডিপার্টমেন্ট (যৌথ ভাবে) সেন্ট স্টিফেন্স চার্চ, সেন্ট স্টিফেন্স সেকেন্ডারি স্কুলে স্বাধীনতা দিবসের গুরুত্বপূর্ন ভাষন ও শুভেচ্ছা প্রদান করেন। বারাকপুর ডায়োসিসের ও দমদম পাস্টোরেটের সম্পাদক শ্রী সুকল্যান হালদার, ভারপ্রাপ্ত পুরোহিত রেভারেন্ড অরবিন্দ মন্ডল, রেভারেন্ড ডিকন মৃধাঙ্কর মন্ডল, দমদম পাস্টোরেটের কোষাক্ষ্য, দমদম পাস্টোরেটের কমিটির ও লোকাল কমিটির সদস্য-সদস্যাগন ও উপাসকগন সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের, প্রধান শিক্ষিকা শ্রীমতি (TIC) অনুপমা টোপ্পো, স্কুলরেক্টর শ্রী হীরক মন্ডল, সকল শিক্ষক ও শিক্ষিকা, সকল কর্মী, ছাত্র-ছাত্রী অবিভাবক-অবিভাবিকাগন উপস্থিত ছিলেন। পরে দমদম পাস্টোরেটের মহিলা সমিতি খুব সুন্দর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছিল, সান্ডে স্কুলের ছেলেমেয়েরা অঙ্কন প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহন করেছিল। ইউথ কমটি ফুটবল প্রতিযোগীতার আয়োজন করেছিল, পরে দুপুরের সহভাগীতার আহার গ্রহনের মাধ্যমে, অনুষ্ঠান শেষ হয়।

জিয়াগঞ্জে নতুন স্কুল ভবনের উদ্বোধন

গত ১৮ তারিখে বহরমপুর পাস্টোরেটের অন্তর্গত জিয়াগঞ্জ সেন্ট জেমস চার্চের অন্তর্গত সেন্ট স্টিফেন্স স্কুলের নতুন ভবন উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি প্রার্থনা করে নতুন ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেন এবং সুন্দর উপদেশ দেন। তিনি তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে ডায়োসিসের উন্নয়নের ধারায় মন্ডলীর সকল সভ্য-সভ্যাদের ও স্কুলের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং কর্মচারীদের এগিয়ে আসতে এবং সুসহযোগীতা পরামর্শ দিতে আহ্বান জানান।

মাননীয় বিশপ চান ডায়োসিসের অভ্যন্তরে স্কুল গুলির বর্হিকাঠামোতে আধুনিকিকরণ করতে যাতে ছাত্র-ছাত্রীগণ সুস্থ পরিবেশে আরামদায়ক ভাবে পড়াশোনা করতে পারে। উক্ত অনুষ্ঠানে ডায়োসিসের ও স্থানীয় মন্ডলীর নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন

বহরমপুর St. Stephen's School -এ সব স্কুলের এম সি মিটিং

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী বিশপ হবার পর থেকে ডায়োসিসের বিভিন্ন জেলায় দূরবর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা স্কুল গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন এবং বিশেষ যত্নশীল। তিনি নিয়মিত ভাবে ডায়োসিসের স্কুলগুলি ভিজিট করেন ও প্রধান শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাথে আলাপ আলোচনা করে সুবিধা অসুবিধা শোনেন এবং মূল্যবান পরামর্শ দেন। গত ১৮ তারিখে তিনি বহরমপুর পাস্টোরেটের সব স্কুলগুলির MC মিটিং এ যোগ দেন। বিভিন্ন মুল্যবান পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গ্রহনে সাহায্য করেন যা স্কুল গুলির উন্নয়নকে তরান্বিত করবে।

বজবজে নতুন স্কুল ভবনের উদ্বোধন

গত ১৯ তারিখে বারাকপুর ডায়োসিসের সার্বিক উন্নয়ণের ধারাকে অব্যাহত রেখে বজবজ সেন্ট স্টিফেন'স স্কুলের নতুন ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন কলকাতা ডায়োসিসের বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এবং বারাকপুর ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী মহাশয়। অত্যন্ত মহাসমারোহে ফিতে কেটে ও গান এবং প্রার্থনার মাধ্যমে নতুন ভবনের দারোদ্ঘাটন হয়। এই উন্নয়নমুখী প্রকল্পের প্রয়োজনীয়তা ও ডায়োসিসের ভূমিকার বিশেষ দিকগুলি তুলে ধরেন মাননীয় বিশপ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দুই ডায়োসিসের নেতৃবৃন্দ সহ পুরোহিত বর্গ উপস্থিত ছিলেন।

গোপালনগরে চার্চ বিল্ডিং সংস্কারের পর উদ্বোধন

গত ২০ তারিখে বারাকপুর ডায়োসিসের কেওড়পুকুর পাস্টোরেটের অন্তর্গত গোপালনগর খৃষ্টীয় কালভেরী উপাসনালয়ের সংস্কারের পরে নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তী ডায়োসিসের সকল পাস্টোরেটকে উৎসাহিত করেছেন যেন তারা স্বাবলম্বনভাবে যতটা সম্ভব নিজেদের অর্থে ছোট ছোট মন্ডলীর গীর্জাঘর গুলির সংস্কার নির্মাণ কার্য করে। ইতিমধ্যে দুএকটি পাস্টোরেট এই সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন তাদের মধ্যে অন্যতম কেওড়াপুকুর পাস্টোরেট। মাননীয় বিশপ পাস্টোরেট কমিটিকে শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন তাঁর সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে।

সেন্ট্রাল হোস্টেল কমিটির মিটিং

মাননীয় বিশপ বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপরূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই ডায়োসিসের সর্বক্ষেত্র নবজাগরণ এসে গেছে ও উন্নতি হচ্ছে দ্রুততার সাথে। তিনি চাইছেন যেন স্কুল হোস্টেলগুলির দ্রুত উন্নতি হোক। বিশেষত সেই কারণে গত ২১ তারিখে বিশ্বাস লজে সেন্ট্রাল হোস্টেল কমিটির মিটিং এ হোস্টেল সংক্রান্ত অত্যন্ত চমকপ্রদ সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচী গ্রহনের পরামর্শ দেন। অবিলম্বে বন্ধ হয়ে যাওয়া হোস্টেল খোলা যায় কিভাবে সেই বিষয়ে যেন বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

গাংরাই সেন্ট থোমাস চার্চের নব নির্মানের ভিজিট

মাননীয় বিশপ বারাকপুর ডায়োসিসের বিশপরূপে দায়িত্ব নেবার পর থেকেই তিনি চার্চ নির্মাণ ও সংস্কার এই কর্মসূচীকে অত্যন্ত আগ্রহের সাথে গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিয়েছেন তার ফলশ্রুতিতে গাংরাই পাস্টোরেটের ঐতিহাসিক প্রাচীন সেন্ট থোমাস চার্চকে নতুনভাবে নির্মাণের উদ্যোগ নেন ও সেইকাজ কতটা হয়েছে তার তদারকি এবং দেখতে যান সঙ্গে ছিলেন পাস্টোরেট কমিটির সভ্যাগণ এবং আলাপ আলোচনা মতামত প্রদান এবং পরামর্শ শেষে বিশপ ফিরে আসেন।

৬৭ তম ডায়োসিসান ফাউন্ডেশন ডে উদযাপন

বারাকপুর ডায়োসিসের মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর উদ্যোগে ৬৭ তম প্রতিষ্ঠা দিবস মহাসমারোহ উদযাপিত হল সেন্ট বারথলোমেয় ক্যাথিড্রালে। গত ২৬ তারিখে ১১ টার সময় মাননীয় বিশপের নেতৃত্বে ডায়োসিসের বিভিন্ন স্তরের ও প্রতিষ্ঠানের পরিচালক নেতৃবৃন্দ শোভাযাত্রায় অংশ গ্রহণ করে মিডিলরোড ও ক্যান্টনমেন্ট রোড ঘুরে ক্যাথিড্রালে প্রবেশ করে। এরপরে প্রারম্ভিক প্রার্থনা, খৃষ্টসঙ্গীত, বাইবেল পাঠ, ডায়োসিস গঠনের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পেশ, ডায়োসিসের রিপোর্ট সুন্দর অনুষ্ঠানের অনুষ্ঠানসূচি ছিল। গুরুত্বপূর্ন ছিল মাননীয় বিশপ মহাশয়ের অত্যন্ত মূল্যবান উপদেশ। উপদেশে বিশপ যোহন 15:14 পদ অনুসারে প্রকৃত বন্ধু True Friendship - এর উপর এত সুন্দর বক্তব্য রাখেন যে উপাসনার সবাই তারিফ করেন। আশা করি যারা On Line -এই অনুষ্ঠান দেখেছেন তারা মুগ্ধ হবেন। ডায়োসিসের সকল সভ্য-সভ্যাদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান-উন্নতর ডায়োসিস গড়ার স্বপ্নে ও বাস্তবায়িত করতে এগিয়ে আসতে এবং বিশপকে সাহায্য সহযোগিতা পরামর্শ দেওয়ার পাশাপাশি যেন তারা বিশপের উপরে আস্থা-ভরসা-বিশ্বাস রাখেন। বিশপের স্বপ্নের ডায়োসিস গড়ার লক্ষ্যে তিনি অবিচল ও সেই লক্ষ্যে সর্বদা কাজ করে যাচ্ছেন দিন-প্রতিদিন নতুন নতুন পুরোহিত ভবন সংস্কার, নতুন গীর্জাঘর তৈরী ও সংস্কার এবং কবরস্থানের জন্য জমি কেনা ও জমি সংগ্রহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নতুন ভবন নির্মান ও সংস্কার, কর্মস্থান করা বেকার যুবক-যুবতীদের জন্য, সামাজিক জাগরণ, ইকুইমেনিক্যাল মুভমেন্টে যোগ দেওয়া নিয়মিত ভাবে চলছে"। দুপুরে ফেলোশিপ লাঞ্চের পরে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

কলকাতা ডায়োসিসের ক্লার্জিতে যোগ দেন বিশপ

মাননীয় বিশপ সুব্রত চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা এবং গুরুত্ব দিন প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত ২৯ তারিখে ভারতের ঐতিহাসিক কলিকাতা ডায়োসিসের ক্লার্জি অনুষ্ঠিত হয়। এই ক্লার্জিতে মাননীয় বিশপ চিফ গেস্ট রূপে আমন্ত্রিত হন এবং যোগ দেন ও মূল্যবান ভূমিকা পালন করেন তাঁর বক্তব্য ও প্রার্থনার মাধ্যমে।

SSS বজবজের নতুন প্রিন্সিপাল

মাননীয় বিশপের উদ্যোগে ও সুপরিকল্পনায় প্রতিটা স্কুলের অভ্যন্তরে প্রশাসনিকভাবে উন্নতি বিকাশ লাভ করছে দিন প্রতিদিন। গত ৩০ তারিখে SSS বজবজ স্কুলের নতুন প্রিন্সিপাল ইনস্টল করেন মাননীয় বিশপ মশাই। বেলা ১০.৩০ মিনিটে এই শুভকাজ শুরু হয় গান প্রার্থনা সহকারে এবং মাননীয় বিশপ মশাই মূল্যবান উপদেশ দেন ও নতুন প্রিন্সিপাল শ্রী সৌমেন মন্ডলকে আর্শীবাদ করে অধিষ্ঠিত করেন।

SSS দমদমের নতুন প্রিন্সিপাল

বারাকপুর ডায়োসিসের অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য গুরুত্বপূর্ন জনপ্রিয় ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল হচ্ছে দমদম সেন্ট স্টিফেন্স স্কুল। এই স্কুলের উন্নয়ণসহ প্রতিটা বিষয়ে অত্যন্ত যত্নশীল মাননীয় বিশপ। গত ৩১ তারিখে এই স্কুলের নতুন প্রিন্সিপাল রূপে অধিষ্ঠিত হলেন মিস ড. শ্রাবণী সিনহা। মাননীয় বিশপ গান প্রার্থনা ও মূল্যবান উপদেশের মাধ্যমে আর্শীবাদ করেন নতুন প্রিন্সিপালকে এবং চেয়ারে অধিষ্ঠিত করেন।

জয়েন্ট ক্লার্জি ওয়ার্কশপ

গত ৩১ তারিখে বারাকপুর ও কলকাতা ডায়োসিসের যৌথ উদ্যোগে জয়েন্ট ক্লার্জি ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হলো। এই ওয়ার্কশপে ট্রেনার হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন রেভারেন্ড মনোদীপ দানিয়েল।

আমাদের মগরাহাট পাস্টোরেটের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস II জনসন সন্দীপ

বৃটিশ শাসনকালে চব্বিশ পরগণার নদী খাড়ি জঙ্গল অধ্যুষিত বিভিন্ন স্থানে ছিল পর্তুগিজ, আরাকান, মগ, ফিরিঙ্গি, দস্যুদের আস্তানা। শায়েস্তা খার আমলে ফিরিঙ্গিরা নিম্নবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘাঁটি গেড়ে ব্যবসা বানিজ্যের সাথে দস্যু বৃত্তির কাজ করতো। তারা বাঙালী বনিকদের বানিজ্যিক তরীগুলি আক্রমণ করতো ও সেইসাথে তারা দক্ষিন চব্বিশ পরগণার পশ্চিম সুন্দরবনের আদিগঙ্গা তীরস্থ সমৃদ্ধশালী গ্রাম নগরে আক্রমণ করে লুঠ পাট করতো, ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিত, নারী পুরুষদের ধরে নিয়ে গিয়ে বিদেশের হাটে বাজারে বিক্রি করতো। বর্তমানের মগরাহাট ছিল তৎকালীন মগ দস্যুদের তৈরী বিশেষ বাজার বা হাট। সেদিনের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার মগের মুলুকের জন্য ইতিহাসে কুখ্যাতি অর্জন করেছিল। ১৮৮২ খৃঃ ১০ ই জুন প্রথমে সোনারপুর থেকে বারুইপুর পর্যন্ত রেল পরিষেবা চালু হয়; তারপর ঐদিন বারুইপুর থেকে মগরাহাট অবধি রেললাইন উন্মুক্ত হয়েছিল রেল চলাচলের জন্য। বৃটিশ রাজত্বে রেলের সূচনায় মগরাহাট জনপদ ব্যবসা বানিজ্যের (ধান, চাল, কেরোসিন তেল) প্রানকেন্দ্র হয়ে ওঠে। বৃটিশ শাসনে জলপথ এবং রেলপথ এর সুফল পার্শ্ববর্তী অঞ্চল সমূহকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির সূচক করেছিল। ১৮৫৩ খৃঃ SPG মিশনের ৫ টি প্যারিশ ছিল- ১) বারুইপর, ২) মগরাহাট, ৩) টালিগঞ্জ, ৪) খাড়ি, ৫) ক্যানিং।

১৯৫৩ খৃঃ বিশপ ব্রায়ানের নিউজ লেটার থেকে জানা যায় যে বারাকপুর অংলিকান ডায়োসিসের (CIPBC) সুন্দরবন ডিস্ট্রিক্ট চার্চ কাউন্সিলের অন্তর্গত ৫টা প্যারিশ ছিল- ১) ক্যানিং, ২) মগরাহাট, ৩) ঝাঝরা, ৪) জিয়াদারগোট, ৫) ঠাকুরপুকুর। ১৯৭২ খৃঃ CNI বারাকপুর ডায়সিসের মগরাহাট পাস্টোরেটের অন্তর্গত ১২ টি মন্ডলী ছিল- ১) মগরাহাট, ২) বলরামপুর (ধান্যঘাটা), ৩) লক্ষিকান্তপুর, ৪) চাঁদপুর, ৫) বনমোগরা, ৬) সালকিয়া, ৭) হোটর, ৮) বারুইপুর, ৯) জালাসী, ১০) মলয়পুর, ১১) গোকর্ণ, ১২) ডায়মন্ড হারবার। বর্তমানে অর্থাৎ ২০২৩ খৃঃ মগরাহাট পাস্টোরেট গঠিত ৬ টি মন্ডলী নিয়ে- ১) সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ, মগরাহাট, ২) সেন্ট মেরীজ চার্চ, বলরামপুর, ৩) সেন্ট থোমাস চার্চ, লক্ষীকান্তপুর, ৪) সেন্ট গাব্রিয়েল চার্চ, জালাসী, ৫) সেন্ট লুক'স চার্চ, চাঁদপুর, ৬) সেন্ট যোষেফ চার্চ- সালিকা।

১৮২০ খৃঃ চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবনে প্রথম মিশন কাজের সূচনা করেন সোসাইটি ফর প্রমোটিং খৃষ্টীয়ান নলেজ (SPCK) প্রতিষ্ঠানের মিশনারীরা। এরাই সুন্দরবন অঞ্চলে প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন- টালিগঞ্জ, বালিগঞ্জ, ভবানীপুর, কালিঘাট, পুটিয়ারী, গড়িয়া এবং বিরেল বা বাইরেল এ। সেইসঙ্গে ৩ টি স্কুল খুলেছিল। SPCK মিশন বন্ধ হয়ে যায় ও তারা চার্চ অফ ইংল্যান্ডের আর একটি নতুন মিশনারী সোসাইটি SPG কে ১৮২৩ খৃঃ হস্তান্তর করে দেয়। SPG (সোসাইটি ফর দ্য প্রোপাগেশন অফ দ্য গসপেল) মিশনারী রেভারেন্ড উইলিয়ম মর্টন এই মিশনের দায়িত্ব নেন। ইতি মধ্যে ১৮২৩ খৃঃ প্লওডেন নামক একজন লবণ ব্যবসায়ী বারুইপুরে প্রথম একটি স্কুল খোলেন এবং ১৮২৩ খৃঃ তিনি স্কুলটি হস্তান্তর করেন SPG মিশনকে।

রেভারেন্ড উইলিয়ম মর্টন SPG মিশনের পক্ষে বারুইপুরকে কেন্দ্র করে সুন্দরবনের আলতাবেড়িয়া থেকে খাড়ি পর্যন্ত প্রথম ৫৪ টি দ্বীপাঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন। তার প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে অনেকে। ঐ তিনটি স্কুল সহ আরো সাতটি স্কুলের প্রতিষ্ঠা করে রেভারেন্ড উইলিয়াম মর্টন যিনি প্রথম সুন্দরবনের দ্বীপাঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার সূচনা করেন।

১) সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ, মগরাহাট, ৩০ শে নভেম্বর ১৮৪৬

১৮৩৩ খৃঃ বারুইপুরে আলাদাভাবে মিশনের হেড কোয়ার্টার ঘোষিত হয়। ইউরোপীয় মিশনারীরা স্থায়ীভাবে এখানে আসতে শুরু করে। প্রত্যেকটি প্রধান প্রধান গ্রামে মিশনারীরা স্থায়ীভাবে আসতে শুরু করে এবং মিশন সেন্টার তৈরী করতে থাকে। ভৌগলিক ভাবে মগরাহাট মিশন খাল বেষ্টিত দ্বীপাঞ্চল। কলকাতার টালিনালা থেকে কেওড়াপুকুর খাল ধরে মগরাহাট খাল হয়ে এবং বারুইপুর থেকে খালপথে নৌকায় করে বহু কষ্ট সহ্য করে মগরাহাটের সাপ্তাহিক হাটে এসে মিশনারীরা খৃষ্টধর্ম প্রচার করতেন অত্যন্ত সাহসের সাথে স্থানীয় লোকেদের বিদ্রুপ ঠাট্টা তামাশা প্রাকৃতিক ঝড় তুফান গরম রোদ সহ্য করে। অটল ধৈর্য্য সহকারে হতাশ না হয়ে প্রচার করতেন। তাদের প্রচারে আকৃষ্ট হয়ে বহু মানুষ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। এইসব নতুন খৃষ্টানরা পুরানো পরিবেশে অত্যাচারিত হয়ে আশ্রয় নেন বর্তমান মিশন এলাকায়। এইভাবে পূর্ব বেলাড়িয়া খৃষ্টানপাড়া গড়ে ওঠে। ১৮৩৪ খৃঃ মগরাহাট গ্রামের বিরেল গ্রামের অন্যরাও খৃষ্টধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও অত্যাচার শুরু করে নতুন খৃষ্টানদের প্রতি এক মুসলিম জমিদারের উস্কানি ও নেতৃত্বে। নতুন খৃষ্টানদের ভরসা ও রক্ষা করার জন্য

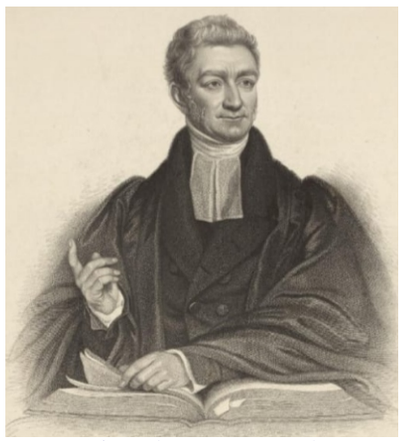

রেভারেন্ড উইলিয়াম মর্টন মগরাহাটে প্রথম খৃষ্টধর্ম প্রচার করেন

মিস এঞ্জেলিনা মার্গারেট হোর

সেন্ট মেরিজ চার্চ, বলরামপুর

সেন্ট এন্ড্রুজ চার্চ, মগরাহাট

সেন্ট যোষেফ চার্চ, সালিকা

সেন্ট থোমাস চার্চ, লক্ষীকান্তপুর

মিশনারীরা মগরাহাটে জায়গা কিনে মিশন সেন্টার তৈরী করেন। ১৮৪৬ খৃঃ বারুইপুরে মগরাহাটে পাকা গীর্জাঘর তৈরী হয়। ১৮৩৩ খৃঃ এই অঞ্চলে ৬৬ জন খৃষ্টান হয়েছিল। মাত্র ২০ বছরের মধ্যে ১৮৫৩ খৃঃ বেড়ে দাঁড়ায় ১০৩১ জন। খৃষ্ট ধর্ম প্রচারের বিরুদ্ধে যত বাধা অত্যাচার শুরু হয়েছিল ততই মানুষ বেশি বেশি করে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। সেইকারণে দ্রুততার সাথে খৃষ্টান সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল মগরাহাট মিশন কেন্দ্র স্থাপিত হলে। মগরাহাট থেকে পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চলে খৃষ্ট প্রচার চালানো হতো এবং অনেক জায়গার মানুষ খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেসব স্থানের কোন কোন স্থানে ছোটো ছোটো মন্ডলী গড়ে ওঠে। ১৮৮২ খৃঃ চার্চ রেজিস্টার থেকে সেসব স্থানের নাম জানা যায়। যেমন- মগরা, খাড়ি, জালাসি, রাধানগর, ঈশ্বরীপুর, বকুলতলা, মাধবপুর, চাঁদপুর, দেউলা, ধানঘাটা, লক্ষীকান্তপুর, নড়িয়া, বাসপাল্লা, নলগড়া, মহামায়া, বামনের আবাদ (চক), হোটর, মলয়াপুর, ডায়মন্ড হারবার, বনমোগরা। মগরার প্রথম তিনটি খৃষ্টান পরিবার ছিলেন- ১। নন্দচরণ নাথ ও তার স্ত্রী বিনোদিনী নাথ, ২। নিধিরাম বর ও তার স্ত্রী রাণী বর, ৩। যাদব মাখাল ও কমলিনী মাখাল। এরা পেশায় কৃষক এবং জেলে ছিল। রেভারেন্ড ড্রীবার্গ এদের ধর্মান্তরীত করেন। এই মিশনের প্রথম দেশীয় প্রচারক (রীডার) ছিলেন পিটার দাস ও তার স্ত্রী ব্রজেশ্বরী দাস।

একে একে রেভারেন্ড উইলিয়ম মর্টন (Rev. William Morton), রেভারেন্ড সি. ই. ড্রিবার্গ (Rev. C. E. Driberg), রেভারেন্ড ডি. জোনস্ (Rev. D. Jones) মগরাহাট SPG মিশনের উন্নয়নে পদক্ষেপ গ্রহন করেন। এই মিশনের অন্তর্গত গ্রামীন দরিদ্র নতুন খৃষ্টানদের সামাজিকভাবে সুরক্ষা দেওয়া ও স্থানীয় জমিদারদের অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা করার পাশাপাশি তাদের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, আর্থিক সাহায্য করা। নারী শিক্ষার উন্নয়ণে আধুনিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

১৮৪২ খৃঃ আগে পরে মগরাহাট অঞ্চল সহ দক্ষিণ অঞ্চলে ভয়ঙ্কর ঘুর্নিঝড়ে প্রচুর মানুষের ঘরবাড়ী ধ্বংস হয়ে যায়। এমন সময়ে নতুন খৃষ্টানদের প্রতি স্থানীয় জমিদার সহায়তা দেবার বদলে কর ও জমির খাজনা মকুব না করে আদায় করতে থাকে। অসহায় গৃহহীন মানুষগুলোর কাছে তৎকালীন জমিদার শর্ত রাখেন যে তারা যদি খৃষ্টধর্ম ত্যাগ করে তাহলে তাদের এক বছরের খাজনা মকুব করে দেওয়া হবে। এই প্রস্তাবে নতুন খৃষ্টানরা রাজী হয়নি এবং দয়ালু মিশনারীরা তাদের সাহায্য করেছিলেন সার্বিক ভাবে। মিশন ১৪০০ হাজার টাকার নতুন গৃহ তৈরীর সরঞ্জাম কিনে পাঠায় কলকাতা থেকে। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে প্রথম দুই শ্রেষ্ঠ ও প্রধান মিশনারী তাদের কর্মকুশলতায় চির স্মরনীয় হয়ে আছেন। এদের মধ্যে একজন হচ্ছেন রেভারেন্ড ডি. জোনস্, যিনি ক্যাটেখিস্ট (সাধারণ খৃষ্টপ্রচারক) রূপে মিশনারী জীবন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে তিনি ১৮২৯ খৃঃ পাদরী হন। রেভারেন্ড ডি. জোন্স ১৮৫৩ খৃঃ পর্যন্ত মিশন কাজ করেন। অপর মিশনারী রেভারেন্ড সি. ই. ড্রিবার্গ (১৮৩১-৭১) অত্যন্ত কঠোর-পরিশ্রমী ছিলেন। স্বল্প সংখ্যক কর্মচারী ও তাদের অনুন্নত মানসিকতা এবং অপর্যাপ্ত পর্যবেক্ষণ এসব নিয়ে সর্বদায় ডিপ্রেসনে ভুগতেন। তাসত্ত্বেও তিনি অনেক সফল হয়েছিলেন। তবে ১৮৭৮ খৃঃ পরে প্রশংসনীয় ও স্মরণীয় অগ্রগতি লাভ করে মগরাহাট মিশনকাজে, বিশেষত যখন জেনানা মিশনারী মিস এঞ্জেলিনা মার্গারেট হোর মগরাহাট মিশনে আসেন। তিনি স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে সংলগ্ন অঞ্চলের নারীসমাজের মধ্যে সামাজিক ভাবে উন্নয়ণের জন্য বিশেষ ভূমিকা নেন এবং অনেকগুলি স্কুল খোলেন। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় স্ত্রী শিক্ষার পথিকৃত ও প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন এঞ্জেলিনা মার্গারেট হোর (Angelina Margaret Hoare)। মগরাহাট মিশনের দায়িত্ব হস্তান্তরিত হয়ে বিশপস্ কলেজের উপর ন্যস্ত হয়। বিশপস্ কলেজের ছাত্ররা সুন্দরবনের এই অংশের মিশন কাজ পরিচালনা করতেন ও বেশ কিছু বছর পরে অকসফোর্ড মিশনের ফাদারদের (সন্নাসী) উপর দায়িত্ব দেয়।

CEZMS (Church of England Zenana Missionary Society) এর প্রথম মহিলা মিশনারী মিস এঞ্জেলিনা মার্গারেট হোর। স্থায়ীভাবে তাদের সেন্টার তৈরী করে অন্তঃপুরে পর্দানসীন মহিলাদের কাছে খৃষ্ট প্রচার করতেন বাড়ী বাড়ী গিয়ে। তিনি স্থানীয় মহিলাদের জন্য মগরাহাট মিশনে একটি মেডিক্যাল সেন্টার চালাতেন। এখানে মহিলা রোগীদের রোগ নির্ণয় ও বিনা পয়সায় ওষুধ দিয়ে এতদঞ্চলে প্রথম আধুনিক চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য যে সরকারী মেডিক্যাল ব্যবস্থা গড়ে ওঠার আগে এই জেনানা মিশনারী প্রথম পদক্ষেপ নেন। 'বাইবেল উমেন' প্রচারিকাগণ মহিলাদের মধ্যে খৃষ্ট প্রচার করতেন। এই মেডিক্যাল সেন্টারে মিস এম. ই স্টোন, মিস মেরীম্যান, মিস অনু বিশ্বাস, মিস পঙ্কজিনী পরবর্তীতে কাজ করেছেন। বর্তমানে সেটি যুব সংঘের ঘর সেটি অতীতে রোগীদের ঘর ছিল। পাশের ফাঁকা জায়গায় মিস মার্গারেটের বাংলো ছিল সেখানে অন্যান্য জেনানা মিশনারীরা থাকতেন। মিস এঞ্জেলিনা মার্গারেট হোর প্রতিষ্ঠিত মগরাহাট মিশনের পাশের স্কুলটি বর্তমানে সরকার

এঞ্জেলিনা হোর প্রতিষ্ঠিত স্কুল, বর্তমানে সরকারী

সেন্ট গাব্রিয়েল চার্চ, জালাসী

সেন্ট লুকস্ চার্চ, চাঁদপুর

মগরাহাটের প্রথম চিকিৎসা কেন্দ্র, বর্তমানে যুবসংঘ

পুরোহিত ভবন

SEDP এর প্রজেক্ট সেন্টার

নিয়ে নিয়েছে যার বর্তমান নাম - পূর্ব বেলাড়ি এফ. পি. স্কুল।
জেনানা মিশনারীরা দুস্থ গরিব পরিবার গুলিকে খাদ্য দ্রব্য পোষাক পরিচ্ছদ বিনা পয়সায় দিতেন। ১৯৭০ খৃঃ বারাকপুর ডায়োসিস চার্চ অফ নর্থ ইন্ডিয়াতে যোগ দেয়। তার কিছু পরে মগরাহাট মিশনে (SEDP) সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট) স্বাবলম্বন, কুটির শিল্প, হস্ত শিল্প প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খোলে। যেমন তাঁত শিল্প, বাটিক প্রিন্ট, পশুপালন পোল্ট্রি। পুকুর ধারে পুরাতন পুরোহিত ভানের একটি ঘরে লাইব্রেরী খোলা হয়।

২) সেন্ট লুক'স চার্চ, চাঁদপুর, ২৬ শে জুন ১৯৬০

শরৎ হাজরা নামক এক নব্য ধর্মান্তরী খৃষ্টান ব্যক্তি যিনি খাড়ির চুপড়িঝাড়া স্থান থেকে এসেছিলেন চাঁদপুরে। তিনি ছিলেন আর্য়ুবেদিক গ্রামীন চিকিৎসক। এই গ্রামের মানুষদের অনুরোধে তিনি এইখানে থেকে যান। তিনি হেঁটে হেঁটে মগরাহাটের মিশনে গীর্জায় যেতেন উপাসনা করতে। তার ছেলেদের দ্বারায় বংশবৃদ্ধি হয় এবং চাঁদপুর মন্ডলী গড়ে ওঠে। নয় কিমি দুরে মগরাহাটে বয়স্ক বালকরা হেটে হেটে যেত শীত গ্রীষ্ম বর্ষার কষ্ট উপেক্ষা করে। অবশেষে ১৯৬০ খৃঃ ২১ শে এপ্রিল চাঁদপুরের হাজারা পরিবারের স্বর্গীয় উপেন্দ্রনাথ হাজরা। স্বর্গীয় অমরচরণ হাজরা, স্বর্গীয় অবরচন্দ্র হাজরা। স্বর্গীয় অমৃত হাজরা, স্বর্গীয় বিরাট চন্দ্র হাজরা জমি দান করেন এবং ঐ বছরে মাটির গীর্জাঘর তৈরী করেন। ১৯৬০ খৃঃ মন্ডলী স্থাপিত হয়। ২০১১ খৃঃ বিশপ ব্রজেন মালাকারের ব্যবস্থাপনায় মি. ম্যাকডোনাল্ডের আর্থিক সাহায্যে পাকা ইটের তৈরী হয়। ২০২১ খৃঃ মে মাসে বিশপ ড. পরিতোষ ক্যানিং এর ব্যবস্থাপনায়। ডায়োসিস সম্পাদক সুকল্যাণ হালদারের উদ্যোগে এবং পি আইসি রেভারেন্ড অজয় সর্দারের একান্ত প্রচেষ্টা এবং পরিকল্পনায় নতুনভাবে গীর্জাঘরটি তৈরী হয়। ডায়োসিস ও স্থানীয় বিশ্বাসীগণ যৌথভাবে আর্থিক সাহায্য দেয়।

৩) সেন্ট মেরিজ চার্চ, বলরামপুর, ১লা ডিসেম্বর ১৯৩৫

এস পি জি মিশনারীদের প্রচারে এখানকার সর্দার পরিবার ধর্মান্তরীত হয়। প্রথমে রেভারেন্ড প্রবোধ সর্দার মহাশয়ের দ্বারা সর্দার পাড়ায় মাটির গীর্জাঘরে গীর্জা হতো। পরে সেটি স্থানান্তরিত হয়ে বর্তমানের স্থানে ১৯৫০ খৃঃ পুনরায় মাটির গীর্জাঘর তৈরী হয়। ১৯৭০ খৃঃ ২৯ শে নভেম্বর ব্যপটিস্ট মন্ডলীর কিছুজন সি এন আই মন্ডলীতে যোগ দেয়। ১৯৮০ খৃঃ পাশে পাকা গীর্জাঘর তৈরী হয় এবং ১৪ ই জুন বিশপ গরাই উৎসর্গ করেন। এই গীর্জাঘরটি রেভারেন্ড অজয় সরদারের প্রচেষ্টায় ও পাস্টোরেট সেক্রেটারী শ্রী অমর বাগ এবং মন্ডলীর সভ্য-সভ্যাদের ঐকান্তিক চেষ্টা সাহায্যে ডায়োসিসের সহযোগীতায় বিশপ ড. ক্যানিং এর উদ্যোগে নতুন গীর্জাঘরটি তৈরী হয়। ১ লা ডিসেম্বর ২০২১ খৃঃ উৎসর্গ করা হয়।

৪) সেন্ট থোমাস চার্চ, লক্ষীকান্তপুর, ৬ অক্টোবর ১৯১৩

এস. পি. জি মিশনারীদের প্রচারের ফলে লক্ষীকান্তপুরের অনেকেই খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৭০ খৃঃ গীর্জাটি স্থাপিত হয়। প্রথমে গ্রামের পশ্চিম দিকে স্বর্গীয় নগেন্দ্র নাথ রায় মহাশয়ের দেওয়া জমিতে মাটির গীর্জাঘর বানিয়ে গীর্জা হতো। পরে ১৯৪৩ খৃঃ স্থানান্তরিত হয়ে গ্রামের পূর্বদিকে বর্তমান গীর্জাঘরটি তৈরী হয়। ২০১৩ খৃঃ রেভারেন্ড অমরজ্যোতি গুড়িয়া। ডায়োসিসের প্রাক্তন কোষাধক্ষ্য শ্রী হরিপদ দাস এবং অমর বাগের সাহায্যে সহযোগীতায় সংস্কার হয় এবং বিশপ ব্রজেন মালাকার উৎসর্গ করেন।

৫) সেন্ট গাব্রিয়েল চার্চ, জালাসী, নভেম্বর ১৯৩২

এস. পি. জি. মিশনারীদের খৃষ্ট প্রচারের ফলে এখানে খৃষ্টমন্ডলী তৈরী হয়। ১৯৩২ খৃঃ স্থাপিত হয়। স্বর্গীয় শশী ভূষন মন্ডল মহাশয়ের বাড়িতে মাটির বারান্দায় গীর্জা হতো। ১৯৫২ খৃঃ রেভারেন্ড রবিশ্বর পাত্রের উদ্যোগে ইটের গীর্জাঘর তৈরী হয়। রেভারেন্ড মৃণালকান্তি দাসের নেতৃত্বে গীর্জাটি পাকা হয়।

৬) সেন্ট যোষেফ চার্চ, সালিকা, ১৯ শে মার্চ ১৮৭৫

এস. পি. জি. মিশনারীদের খৃষ্ট প্রচারের ফলে এখানে খৃষ্টমন্ডলী তৈরী হয়। প্রথমে মাটির গীর্জাঘর ছিল। ২০০৭ খৃঃ স্বর্গীয় রেভারেন্ড অমরজ্যোতি গুড়িয়া ও রেভারেন্ড বিমল বৈরাগীর প্রচেষ্টায় পাকা গীর্জাঘর তৈরী হয়। ২৪ শে ডিসেম্বর ২০০৭ খৃঃ বিশপ ব্রজেন মালাকার উদ্বোধন করেন।

ভারপ্রাপ্ত পুরোহিতদের তালিকা

1. Rev. William Morton (SPG)	-	1823-1844
2. Rev. C.E. Driberg (SPG)	-	1832-1871
3. Rev. D. Jones (SPG)	-	1829-1853
4. Rev. W. M. Drew (SPG)	-	1871-1882
5. Rev. G. L. Dey (Ast.)	-	1884
6. Rev. H.J. Harrison	-	1884
7. Rev. K. M. Nath (Ast.)	-	1888
8. Rev. E. Z. Brown	-	1891
9. Rev. M. C. Phase	-	1892
10. Rev. R. K. D. Gupta	-	1893
11. Rev. H. Whitehead	-	1893
12. Rev. G. L. Dey	-	1894
13. Rev. R. K. D. Gupta	-	1894
14. Rev. P. L. N. Mitter (Ast.)	-	1902
15. Rev. J. W. H. Sowerbutts	-	1905
16. Rev. Dn. S. C. Shil	-	1906
17. Rev. S. C. Gupta	-	1907
18. Rev. R. K. D. Gupta	-	1907
19. Rev. M. C. Phase	-	1909
20. Rev. M. L. Ghose	-	1913
21. Rev. S. C. Mondal	-	1914
22. Rev. M. C. Phase	-	1914
23. Rev. R. L. Sircar	-	1919
24. Rev. S. C. Shil (Ast.)	-	1922
25. Rev. S. C. Mondal (Ast.)	-	1923
26. Rev. N. K. Biswas	-	1924
27. Rev. R. L. Sircar	-	1925
28. Rev. N. K. Biswas	-	1926
29. Rev. S. C. Mondal	-	1931
30. Rev. P. Mitter	-	1934
31. Rev. R. Naskar	-	1942
32. Rev. N. N. Mondal (Ast.)	-	1943
33. Rev. U. Gayen (Ast.)	-	1945
34. Rev. Nilmoni Mondal	-	1950
35. Rev. R. Mondal (Ast.)	-	1950
36. Rev. P. C. Das (Ast.)	-	1951
37. Rev. P. K. Sardar	-	1952
38. Rev. R. Mondal	-	1953
39. Rev. H. Halder	-	1956
40. Rev. Pulin Bairagi (Ast.)	-	1956
41. Rev. N. N. Sircar	-	1957
42. Rev. R. Patra	-	1961
43. Rev. B. Mondal	-	1963
44. Rev. R. Patra	-	1964
45. Rev. Nilmoni Mondal	-	1969
46. Rev. R. Mondal	-	1972
47. Rev. H. K. Naskar	-	1979
48. Rev. R. Mondal	-	1986
49. Rev. P. K. Sardar (Ast.)	-	1990
50. Rev. S. Sircar (Ast.)	-	1990
51. Rev. Miran Mondal (Ast.)	-	1991
52. Rev. Subhas Audhikary	-	1992
53. Rev. Mrinal Kanti Das	-	1993
54. Rev. R. Mondal	-	1998
55. Rev. Tridib Gayen (Ast.)	-	1998
56. Rev. Tridib Gayen (PIC)	-	1999
57. Rev. Manas Rong	-	2003
58. Rev. Sujit Naskar	-	2006
59. Rev. Bimal Bairagi (Ast.)	-	2006-Present
60. Rev. Amar Jyoti Guria	-	2007
61. Rev. Surajit Sarkar	-	2015
62. Rev. Shyamal Pramanik	-	2016
63. Rev. Ajay Kumar Sardar	-	2018-Present
64. Rev. Amrita Lal Nath	-	2021

মিস এম. ই. স্টোন

মিস পি. মেরিম্যান

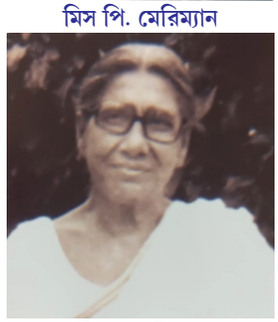
মিস অনু বিশ্বাস

রেভারেন্ড বিমল বৈরাগী

রেভারেন্ড রনজিৎ মন্ডল

Send in your contributory articles along with photographs to:
Tell It Out
Bishop's Lodge, 86, Middle Road, Barrackpore, Kolkata - 700120, West Bengal India.
Office phone no: +91 33 2592 0147; Email: tellitout@rediffmail.com
+91 7501556971
Website: dioceseofbarrackpore.org.in

The Editor reserves the right to edit contributory articles.
Published by: The. Rt. Revd. Subrata Chakrabarty, Bishop, Diocese of Barrackpore Church of North India
Edited by: Mr. Johnson Sandip of the Diocese of Barrackpore, CNI